

দ্বিতীয়. আবর্জিতাব - আয়ুর্বদেদে শক্শক হসিবে ধন্বন্তরী

দ্বিতীয়. দ্বাপর যুগে, কাশীরাজ দীর্ঘতপা পুত্র কামনায. বদৈয ধন্বন্তররি আরাধনা করনে। দেবেতা বর হসিবে কাঙ্খতি সন্তান রূপে স্বযং অবতরণ করতে রাজি হন। ধন্বন্তরি এক মহান রাজা হসিবে প্রতষ্টিতি হন। তাকে "সমস্ত ব্যাধি দূরকারী" বলে বরণনা করা হয়। তিনি জরামুক্ত ও "সর্বজনীন জ্ঞানরে গুরু" হসিবওে স্বীকৃত। ঋষি **ভরদ্বাজ** তাকে আয়ুর্বদে চকিৎসার পাঠ শক্শি দান করনে তথা ঔষধবিদ্যার আদি জনক করে তোলনে। রাজা তার চকিৎসাবিদ্যাজ্ঞানরে আটটি ক্ষেত্রে শ্রণেবিনিয়াস তরৈকি করে বিভিন্ন শক্শিযে মাধ্যমে তা ছড়িয়ে দনে।

দ্বিতীয়. আবর্জিতাব - আয়ুর্বদেদে শক্শক হসিবে ধন্বন্তরী:

দ্বিতীয়.বার পৃথিবীতে ভগবান ধন্বন্তরী আবর্জিত হন দ্বিতীয়. দ্বাপর যুগে, প্রায়. দুই বলিযিন বছর আগে। সমুদ্র মন্থনরে সময়. ভগবান বষ্ণু ভবষ্ণিযদ্বাণী করছেলিনে য়ে তিনি আবার মানব সমাজে ধন্বন্তরী রূপে আবর্জিত হবনে এবং মানুষরে দ্বারা উপাসতি হবনে।

তিনি তাদরেকে আয়ুর্বদেদে বজ্জ্ঞান শক্শি দতিনে। সেই সময়. ভগবান ধন্বন্তরী স্বর্গে অবস্থান করছলিনে। ভগবান ইন্দ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন রণে আক্রান্ত মানুষরে দুঃখ-কষ্ট দেখেছলিনে এবং ভগবানরে কাছে অনুরোধ করছেলিনে যনে তিনি মানবজাতিকে চকিৎসা বজ্জ্ঞান শক্শি দনে য়াতে তাদরে কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সেই সময়., কাশীর (বারাণসী) রাজা দীর্ঘতমাস পুত্ররে কামনায. কঠোর তপস্যা ও তপস্যায়. লপ্ত ছিলিনে। রাজা পুত্ররে জন্য ভগবান ধন্বন্তরীকে সন্তুষ্ট করতে চয়েছেলিনে। এরপর, ধন্বন্তরী তাঁর কাছে আবর্জিত হয়. রাজাকে অনুরোধ করনে য়ে তিনি যনে তাঁর কাছে কোন বর প্রার্থনা করনে। রাজা বললনে, "হে প্রভু, যদি আপনি আমার প্রতিসন্তুষ্ট হন, তাহলে আমার পুত্র হোন, আমার লক্ষ্যরে দাতা হোন।" ভগবান উত্তর দলিনে, "তাই হোক" এবং তিনি অন্তর্হতি হলনে।

এরপর ভগবান ধন্বন্তরী রাজা দীর্ঘতমরে পুত্র হসিবে আবর্জিত হন। তিনি ছিলিনে একজন সুন্দর বালক এবং খুব ছোটবলো থেকেই তিনি কঠোর তপস্যা করতনে এবং প্রচুর জ্ঞানরে অধিকারী ছিলিনে। ভগবান ব্রহ্মা অনেকে কষ্টে তাঁকে কাশী শহররে উপর আধিপত্য গ্রহণ করতে রাজি করান এবং তখন থেকে তিনি কাশী-রাজা নামে প্রচিতি হন। রাজা হসিবে, তিনি মানবজাতরি কল্যাণরে জন্য আটটি বিভাগে আয়ুর্বদেদে উপর সংহতি তরৈকি করনে।

ভগবান ধন্বন্তরীর আয়ুর্বদেদিকি শক্তিগুণলি বৈদিকি সাহিত্যরে বিভিন্ন স্থানে
লিপিবিদ্ধ আছে - অথর্ববদে , গরুড. পুরাণ , বষ্টিগু পুরাণ , সুশ্রুত সংহতি এবং চরক
সংহতি । শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়ছে "স্মৃত-মাতৃরতিনাসনঃ" - "যিনি ধন্বন্তরীর
নাম স্মরণ করনে তিনি সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পতে পারনে। "

